গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা

ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত সরকারি হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল/ইন্সটিটিউটসমূহের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব জাহিদ মালেক, এমপি মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, ভবন নং ৩, কক্ষ নং ৩৩২, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সভার তারিখ	:	১৯-০৯-২০১৯খ্রিঃ
সভার সময়	:	দুপুর ০২.৩০ টা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট ‘ক’

১.০ আলোচনাঃ

১.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং এ সংখ্যা আগামী দিনগুলোতে পর্যায়ক্রমে আরও কমে আসবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি এ বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামী বছরের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, গত একনেক সভায় দেশের ০৮ (আট)টি বিভাগে ০৮ (আট)টি ক্যান্সার হাসপাতালের অনুমোদন হয়েছে। হাঙ্গেরির ক্যান্সার হাসপাতাল পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, হাঙ্গেরির ক্যান্সার হাসপাতালের ন্যায় আমাদের ক্যান্সার হাসপাতালগুলো চালু করতে হবে, প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা নিতে হবে। তিনি ছাত্র-ছাত্রী/শিক্ষক/নার্সদের আবাসিকের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করেন। আসন্ন এমবিবিএস ও বিডিএস পরীক্ষা যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। দরপত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১-১.৫০ লক্ষ টাকার অন্তত ২০টি টেন্ডার আহ্বান করা হয়, এতে কাজের মান বজায় থাকে না। তাছাড়া, সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং বা তদারকি করা সম্ভব হয় না। তিনি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি ইলেক্ট্রিক্যাল ও একটি সিভিল ওয়ার্ক এ দুটি বিষয়ের জন্য দুটি টেন্ডার আহ্বানের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে দেশের বাহিরে অবস্থানকালীন প্রয়োজনে মোবাইল ফোন, ভাইবার বা হোয়াটস অ্যাপে যোগাযোগ করা যেতে পারে। হাসপাতালের যাবতীয় কার্যক্রম সঠিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্বে পরিচালনা করতে হবে। এ পর্যায়ে জনবল, যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি মেরামতের বিষয়ে উপস্থিত সকলকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানান।

১.২ সমন্বয়ক, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট মাননীয় মন্ত্রীর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, চলতি সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ থেকে রোগী ভর্তি কার্যক্রম চালু হয়েছে। ডেঙ্গু রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারলে এবং ইমারজেন্সী চালু করতে পারলে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট ভালভাবে চলবে।

১.৩ পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী বলেন, কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া এ হাসপাতালে কিডনী ও ইউরোলজী সংক্রান্ত অন্যান্য সকল সেবাই দেয়া হচ্ছে। সঠিক ডোনার না পাওয়ায় ট্রান্সপ্লান্ট করা যাচ্ছে না। ০২ (দুই) জন এ্যানেসথেসিওলজিস্ট আছেন যারা মেডিকেল অফিসার পদমর্যাদার। অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন এনেসথেসিওলজিস্ট জরুরী ভিত্তিতে পদায়ন করা প্রয়োজন।

১.৪ পরিচালক, শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বলেন, যন্ত্রপাতি ও জনবল স্বল্পতার কারণে এ হাসপাতালের সার্বিক সেবা কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না। বর্তমানে এ হাসপাতালে ২০ (বিশ) জন রোগী ভর্তি আছে। টেন্ডারের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী নভেম্বর ২০১৯ ইং এর মধ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা সম্ভব হবে। ডিসেম্বর’২০১৯ এর মধ্যে সার্জারীর কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে। সার্জারীর জন্য একজন এ্যানেসথেসিওলজিস্ট প্রয়োজন।

১.৫ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, চিকিৎসা সেবায় শত অভাব ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভাল আচরণের মাধ্যমে ডেঙ্গু মোকাবেলা দেশ ব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এটি বজায় রাখতে হবে। আগে ১০০টি বাড়ি পরিদর্শন করলে ২৭টি বাড়িতে ডেঙ্গুর লার্ভা পাওয়া যেত। এখন এ সংখ্যা ০৩ (তিনটি)-তে নেমে এসেছে, রোগীর সংখ্যাও কমে এসেছে। যে সকল হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের জন্য অতিরিক্ত ওয়ার্ড খোলা হয়েছিল, সে সকল হাসপাতালের রোগী আগামী মাসে অন্যত্র স্থানান্তর করার মতামত ব্যক্ত করেন।

১.৬ পরিচালক, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরো সাইন্সেস বলেন, বর্তমানে হাসপাতালে প্রতিদিন আউটডোরে প্রায় ২০০০ হাজার রোগী আসে। এ বিশাল রোগীর চাপ সামলানো কঠিন। আউটডোরের ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে ২৫০ টি পর্যন্ত সিটি স্ক্যান করা হয়। আউটডোর টিকিট দুপুর ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত চালু রাখলে রোগীর চাপ কমানো সম্ভব হবে।

১.৭ সহকারি পরিচালক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, হাসপাতাল মেরামত/পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে। ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের মাধ্যমে নির্মিত ভবন নভেম্বর মাসে হস্তান্তর করা হবে। ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে অতিরিক্ত ১০০০ শয্যার সেবা কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

১.৮ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বলেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে মেরামতের তালিকা পাওয়া গেছে। সেগুলো যাচাই বাছাইয়ের জন্য কর্মকর্তাদের সরেজমিনে পাঠানো হচ্ছে। তাছাড়া, পিডব্লিউডি'র মতামতের আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। শিক্ষা কারিকুলাম বিষয়ে সকলের মতামত আহবান করেন। আসন্ন এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

১.৯ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, চিকিৎসা সেবা বিষয়ে দেশের মানুষের ধারণা ভাল নয়। আমাদের শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যা আছে তা দিয়ে ভাল চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখতে হবে।

২.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২.১ ঢাকাসহ সারাদেশে ডেঙ্গু রোগীদের সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করায় সংশ্লিষ্ট সকল চিকিৎসক, নার্স, টেকনিসিয়ানসহ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সঠিকভাবে সামগ্রিক কার্যক্রম তদারকি করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং জরুরীভিত্তিতে ডেঙ্গু চিকিৎসার সরঞ্জাম সারাদেশে নিশ্চিত করায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য ধন্যবাদ দেয়া হয়।

২.২ জনবল, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামোর তালিকা সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে প্রদান করতে হবে;

২.৩ যন্ত্রপাতি মেরামতের তালিকা হাসপাতাল অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

২.৪ যে সকল হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের জন্য অতিরিক্ত ওয়ার্ড খোলা হয়েছিল, তা অক্টোবর'১৯ হতে আর প্রয়োজন নেই।

২.৫ শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট এবং শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ডেঙ্গু রোগীদের আগামী মাসে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে;

২.৬ যথাসময়ে চিকিৎসকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং রোগীদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে;

২.৭ হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও সুষ্ঠ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে;

২.৮ এ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য এখন হতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;

২.৯ শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে অন্তঃবিভাগ সেবা দ্রুত চালু করতে হবে;

২.১০ MBBS/BDS ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সকলকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহযোগিতা করতে হবে; এবং

২.১১ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি ইলেক্ট্রিক্যাল ও একটি সিভিল ওয়ার্ক এ দুটি কাজের জন্য দুটি টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।

৩.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(জাহিদ মালেক)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৩.২০[illegible](অংশ) [illegible] তারিখঃ-২১-১০-[illegible] খ্রিঃ

<u>অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ</u>

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)।
২। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। পরিচালক (প্রশাসন/হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪। পরিচালক, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর), মহাখালী, ঢাকা।
৫। পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা/শহীদ সোহরাওয়ার্দী/স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল।
৬। পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল/ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় অর্থোপেডিক্স হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা/জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল, ঢাকা/কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা/মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় ক্যান্সার গবেষনা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় নাক, কান, গলা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট, ঢাকা/ঢাকা সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল/ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা/টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা।
৭। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা।
৮। সিভিল সার্জন, ঢাকা।
৯। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাকে ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২০/১০/১৯

(মো: আবু রায়হান মিঞা)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯

<u>অনুলিপি সদয় কার্যার্থে:</u>

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্ম সচিব (সঃ স্বাঃ ব্যঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।